ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৪র্থ পত্র: আত তাফসীরুল মুয়াসির-২

مجموعة (ج) : الاسئلة المفصلة

গ অংশ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি

[২টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ১০×১=১০]

১। اكتب نبذة من حياة العلامة الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي (رح) مع بيان خدمته في علم التفسير - [আল্লামা ডক্টর ওয়াহবা ইবনে মোস্তফা আয-জুহাইলী (রহ)-এর জীবনী ও তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদান বর্ণনাপূর্বক লেখ।]
২। اذكر مزايا التفسير الوسيط مفصلا - [আত তাফসীরুল ওয়াসীত-এর বৈশিষ্ট্যাবলি বিস্তারিত উল্লেখ কর।]
৩। ما معنى التفسير؟ وكم قسما له؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ بين مفصلا - [التفسير -এর অর্থ কী? التفسير কত প্রকার? التفسير ও التأويل -এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।]
৪। ما معنى التفسير المعاصر؟ ثم بين خصائصه مع ذكر اشهر مؤلفاته موضحا - [التفسير المعاصر -এর অর্থ কী? অতঃপর এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি উল্লেখসহ এর বৈশিষ্ট্যাবলি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর।]
৫। ما معنى التفسير المعاصر؟ تحدث عن نشأته وتطوره مفصلا - [التفسير المعاصر -এর অর্থ কী? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।]

প্রশ্ন-১: আল্লামা ডক্টর ওয়াহবা ইবনে মোস্তফা আয-জুহাইলী (রহ)-এর জীবনী ও তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদান বর্ণনাপূর্বক লেখ। (اكتب نبذة من حياة العلامة الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي (رح) مع بيان خدمته في علم التفسير)

ভূমিকা (مقدمة): বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আইন ও তাফসীর শাস্ত্রে যে কয়জন মনীষী ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে শায়খ ড. ওহাবা আয-জুহাইলী (রহ.) অন্যতম। তিনি ছিলেন সিরিয়ার প্রখ্যাত মুফাসসির, ফকীহ এবং তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রের একজন মুজতাহিদ আলেম। তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ 'আত-তাফসীরুল মুনীর' এবং 'আত-তাফসীরুল ওয়াসীত' আধুনিক তাফসীর সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নাম ও জন্ম পরিচয় (الاسم والولادة): তাঁর পূর্ণ নাম ওহাবা ইবনে মোস্তফা আয-জুহাইলী। তিনি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের অদূরে 'দাইর আতিয়াহ' (دير عطية) নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন হাফেজে কুরআন ও ইবাদতগুজার ব্যক্তি।

শিক্ষাজীবন (التعليم): শায়খ জুহাইলী (রহ.)-এর শিক্ষাজীবন ছিল অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ও মেধার স্বাক্ষরে ভাস্বর।

- **প্রাথমিক শিক্ষা:** নিজ গ্রামে পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা ও হিফজ সম্পন্ন করেন।
- **মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা:** ১৯৫২ সালে দামেস্ক থেকে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন।
- **ডিগ্রি অর্জন:** তিনি আল-আজহার থেকে ১৯৫৬ সালে শরিয়াহ অনুষদে বিএ এবং ১৯৫৭ সালে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে আইন বিষয়েও ডিগ্রি অর্জন করেন।
- **পিএইচডি (الدكتوراه):** ১৯৬৩ সালে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ফিকহুল ইসলামী'-এর ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল ''যুদ্ধাবস্থায় ইসলামি ফিকহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

প্রভাব''। তিনি 'মারতাবাতুশ শারাফ আল-উলা' (সর্বোচ্চ সম্মান) লাভ করেন।

শিক্ষকবৃন্দ (الشيوخ): তিনি তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন: ১. শায়খ মাহমুদ শালতুত (রহ.) - শাইখুল আজহার। ২. শায়খ মোস্তফা আয-যারকা (রহ.)। ৩. শায়খ মুহাম্মদ আবু জোহরা (রহ.)। ৪. শায়খ হাশিম আল-খতিব (রহ.)।

কর্মজীবন (الحياة المهنية): শিক্ষা জীবন শেষে তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি দীর্ঘকাল দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি সৌদি আরব, সুদান ও লিবিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভিজিটিং প্রফেসর' হিসেবে পাঠদান করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমি (OIC)-এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

রচনাবলি (التصنيفات): ড. ওহাবা জুহাইলী (রহ.) ছিলেন একজন বহুপ্রজ লেখক। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ২০০-এর অধিক। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ হলো: ১. **তাফসীর শাস্ত্র:** আত-তাফসীরুল মুনীর (৩২ খণ্ড), আত-তাফসীরুল ওয়াসীত (৩ খণ্ড), আত-তাফসীরুল ওয়াজীয। ২. **ফিকহ শাস্ত্র:** আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (১১ খণ্ড) - এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে গণ্য হয়। ৩. **উসুল শাস্ত্র:** উসুলুল ফিকহ আল-ইসলামী (২ খণ্ড)।

তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদান (خدمته في علم التفسير): তাফসীর শাস্ত্রে ড. ওহাবা জুহাইলীর অবদান আধুনিক যুগে অসামান্য। তিনি সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে তাফসীর রচনা করেছেন।

- **সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা:** তিনি তাফসীরের কঠিন বিষয়গুলোকে আধুনিক আরবি ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন।
- **আধুনিক সমস্যার সমাধান:** কুরআনের আয়াতের আলোকে তিনি সমসাময়িক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান পেশ করেছেন।
- **ফিকহী বিশ্লেষণ:** একজন ফকীহ হওয়ার কারণে তাঁর তাফসীরে আয়াতের হুকুম-আহকাম ও ফিকহী মাসায়েলের চমৎকার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

- **সমন্বয় সাধন:** তিনি 'রিওয়ায়াত' (বর্ণনাভিত্তিক) এবং 'দিরায়াত' (যুক্তিভিত্তিক) তাফসীরের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর 'আত-তাফসীরুল ওয়াসীত' কামিল শ্রেণীর পাঠ্যবই হিসেবে অত্যন্ত সমাদৃত।

ইন্তেকাল (الوفاة): জ্ঞান-গবেষণায় পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে এই মহান মনীষী ২০১৫ সালের ৮ই আগস্ট (শনিবার) ৮৩ বছর বয়সে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

উপসংহার (خاتمة): ড. ওহাবা আয-জুহাইলী (রহ.) ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ও ফকীহ। তাঁর রচিত তাফসীর ও ফিকহ গ্রন্থগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। বিশেষ করে মাদ্রাসার উচ্চতর স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন-২: আত তাফসীরুল ওয়াসীত-এর বৈশিষ্ট্যাবলি বিস্তারিত উল্লেখ কর। (اذكر مزايا التفسير الوسيط مفصلا)

ভূমিকা (مقدمة): 'আত-তাফসীরুল ওয়াসীত' (التفسير الوسيط) প্রখ্যাত সিরীয় আলেম আল্লামা ড. ওহাবা আয-জুহাইলী (রহ.) রচিত একটি অনন্য তাফসীর গ্রন্থ। এটি তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ 'আত-তাফসীরুল মুনীর' এবং সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ 'আত-তাফসীরুল ওয়াজীয'-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী একটি কিতাব। বাংলাদেশে কামিল (স্নাতকোত্তর) শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে এটি অন্তর্ভুক্ত।

গ্রন্থের পরিচয় (التعريف بالكتاب): 'ওয়াসীত' (الوسيط) শব্দের অর্থ হলো মাধ্যম বা মধ্যবর্তী। যেহেতু এই তাফসীরটি খুব বেশি দীর্ঘ নয় আবার খুব সংক্ষিপ্তও নয়, বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে রচিত, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'আত-তাফসীরুল ওয়াসীত'। এটি মূলত ৩ খণ্ডে সমাপ্ত।

আত-তাফসীরুল ওয়াসীত-এর বৈশিষ্ট্যাবলি (مزايا الكتاب): ড. ওহাবা জুহাইলী (রহ.) এই গ্রন্থে আধুনিক মনন ও ধ্রুপদী জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। নিম্নে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হলো:

১. মধ্যম পন্থা অবলম্বন (الاعتدال والوسطية): এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর আকার ও বিষয়বস্তুর পরিমিতিবোধ। লেখক নিজেই বলেছেন,

তিনি এটি সাধারণ শিক্ষিত পাঠক ও আলেমদের জন্য লিখেছেন, যাতে খুব গভীর তাত্ত্বিক জটিলতাও নেই, আবার তথ্যের ঘাটতিও নেই।

২. বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস (الترتيب الموضوعي): প্রতিটি সূরার শুরুতে তিনি সূরার আলোচ্য বিষয়, নামকরণের কারণ এবং ফজিলত আলোচনা করেছেন। এরপর আয়াতগুলোকে বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে ভাগ করে তাফসীর করেছেন, যা পাঠকদের বিষয়বস্তু অনুধাবনে সহায়ক।

৩. আধুনিক ও সহজ ভাষা (اللغة العصرية السهلة): লেখক অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাহিত্যমণ্ডিত আধুনিক আরবি ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন তাফসীরের দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার করে তিনি সমকালীন আরবি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

৪. তাফসীরের পদ্ধতিগত কাঠামো (منهج التفسير): প্রতিটি আয়াতের তাফসীরে তিনি একটি নির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক কাঠামো অনুসরণ করেছেন:

- **আল-মুফরাদাত (المفردات):** প্রথমে কঠিন শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করেছেন।
- **সাবাবুন নুযুল (سبب النزول):** আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট বা শানে নুযুল (যদি থাকে) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।
- **আত-তাফসীর ওয়াল বায়ান (التفسير والبيان):** আয়াতের মূল ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ তুলে ধরেছেন।
- **আল-বালাগাত (البلاغة):** আয়াতের অলংকারিক সৌন্দর্য ও ভাষাগত বিশেষত্ব উল্লেখ করেছেন।

৫. ফিকহুল আহকাম (فقه الاحكام): যেহেতু লেখক একজন বড় মাপের ফকীহ ছিলেন, তাই আহকাম সংক্রান্ত আয়াতগুলোর (আয়াতুল আহকাম) ক্ষেত্রে তিনি ফিকহী মাসায়েল ও বিভিন্ন মাজহাবের মতামত দালিলিক প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন।

৬. ইসরাঈলী ও দুর্বল বর্ণনা বর্জন (تجنب الاسرائيليات): 'আত-তাফসীরুল ওয়াসীত'-এর একটি বিশেষ গুণ হলো, এতে ভিত্তিহীন ইসরাঈলী রেওয়ায়েত

এবং দুর্বল বা মাওজু হাদিস পরিহার করা হয়েছে। তিনি কেবল সহিহ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে তাফসীর করেছেন।

৭. আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্ক (المناسبة): তিনি এক আয়াতের সাথে পরবর্তী আয়াতের এবং এক সূরার সাথে অন্য সূরার যোগসূত্র (মুনাছাবাত) অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা কুরআনের ধারাবাহিকতা বুঝতে সাহায্য করে।

৮. সমসাময়িক সমস্যার সমাধান (حل المشاكل المعاصرة): এই তাফসীরে কেবল প্রাচীন কালের আলোচনাই নয়, বরং বর্তমান যুগের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান কুরআনের আলোকে পেশ করা হয়েছে।

৯. আকিদাগত বিশুদ্ধতা (سلامة العقيدة): তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা অনুযায়ী আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। মুতাজিলা বা অন্যান্য ভ্রান্ত ফেরকার মতবাদ খণ্ডন করে সঠিক আকিদা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'আত-তাফসীরুল ওয়াসীত' হলো ইলমে তাফসীরের জগতে একটি আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ সংযোজন। এর সহজবোধ্য উপস্থাপনা, ফিকহী বিশ্লেষণ এবং সহিহ তথ্যের সমাহার গ্রন্থটিকে মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। কুরআনের মর্মবাণী আধুনিক সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে এই গ্রন্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন-৩: আত-তাফসীর-এর অর্থ কী? আত-তাফসীর কত প্রকার? আত-তাফসীর ও আত-তাবীল-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ما معنى التفسير؟ وكم قسما له؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ بين مفصلا)

ভূমিকা (مقدمة): পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর কালাম। এর মর্মার্থ অনুধাবন এবং সঠিক হুকুম-আহকাম বের করার জন্য 'ইলামুত তাফসীর' বা তাফসীর শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাফসীর এবং তাবীল শব্দ দুটি বাহ্যত সমার্থক মনে হলেও উসুলবিদগণের নিকট এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আত-তাফসীর-এর পরিচয় (تعريف التفسير): ১. আভিধানিক অর্থ (المعنى اللغوي):

'আত-তাফসীর' (التفسير) শব্দটি 'তাফঈল' (تفعيل) বাব-এর মাসদার। এর মূলধাতু হলো 'ফাসরুন' (فسر)। এর অর্থ—

- উন্মুক্ত করা বা প্রকাশ করা (الايضاح)।
- ব্যাখ্যা করা (البيان)।
- কোনো আবৃত বস্তুকে অনাবৃত করা (الكشف)। আল্লামা জারকাশী (রহ.) বলেন, ''তাফসীর অর্থ হলো—কোনো কিছুর হাকিকত বা প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা।''

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (المعنى الاصطلاحي): তাফসীর বিশারদগণ তাফসীরের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাটি হলো— (هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ أَحْوَالِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتِهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ) **অর্থ:** ''তাফসীর এমন একটি জ্ঞান বা শাস্ত্র, যার মাধ্যমে মানবীয় সাধ্যানুযায়ী মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য বা মুরাদ সম্পর্কে জানা যায়।''

আত-তাফসীর-এর প্রকারভেদ (أقسام التفسير): তাফসীরকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়েছে। উৎসের ভিত্তিতে তাফসীর প্রধানত তিন প্রকার:

১. তাফসীর বির-রিওয়ায়াত (التفسير بالرواية): একে 'তাফসীর বিল-মাছূর' (التفسير بالمأثور)-ও বলা হয়। যে তাফসীর কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের বাণী দ্বারা করা হয়। যেমন—তাফসীরে ইবনে কাসীর। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

২. তাফসীর বির-রায় (التفسير بالرأي): একে 'তাফসীর বিল-মা'কুল' (التفسير بالمعقول)-ও বলা হয়। আরবি ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র এবং শরিয়তের মূলনীতির আলোকে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে যে তাফসীর করা হয়। শর্তসাপেক্ষে এটি গ্রহণযোগ্য। যেমন—তাফসীরে বায়যাবী।

৩. তাফসীর বিল-ইশারা (التفسير بالاشارة): সুফি সাধকগণ আধ্যাত্মিক ধ্যানে বা কাশফের মাধ্যমে কুরআনের যে গূঢ় রহস্য উদঘাটন করেন। একে ইশারী তাফসীর বলে।

আত-তাফসীর ও আত-তাবীল-এর মধ্যে পার্থক্য (الفرق بين التفسير والتأويل): 'তাবীল' (التأويل) শব্দের অর্থ হলো—কোনো কিছুকে তার মূলের

দিকে ফিরিয়ে নেওয়া বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাযুক্ত শব্দকে কোনো এক অর্থের দিকে ফেরানো। তাফসীর ও তাবীলের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

বিষয়	আত-তাফসীর (التفسير)	আত-তাবীল (التأويل)
১. শব্দগত দিক	তাফসীর সাধারণত শব্দের বাহ্যিক অর্থ ও হাকিকত বর্ণনা করে।	তাবীল শব্দের বাতেনি বা অন্তর্নিহিত ভাবার্থ বর্ণনা করে।
২. উৎসগত দিক	তাফসীরের ভিত্তি হলো 'রিওয়ায়াত' বা বর্ণনা (হাদিস ও আসার)।	তাবীলের ভিত্তি হলো 'দিরায়াত' বা গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।
৩. নিশ্চয়তা	তাফসীর অকাট্য (কাতঈ), অর্থাৎ এতে সন্দেহের অবকাশ কম থাকে (যদি সহিহ সনদে হয়)।	তাবীল হলো প্রবল ধারণা (জন্নী), এতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে।
৪. প্রয়োগক্ষেত্র	তাফসীর সাধারণত 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট) আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে হয়।	তাবীল সাধারণত 'মুতাশাবিহাত' (অস্পষ্ট) আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে হয়।
৫. ব্যাপকতা	তাফসীর কেবল কুরআনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	তাবীল কুরআন ও হাদিস উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারে।

ইমামগণের মতামত (أقوال الأئمة):

- **আবু উবায়দা (রহ.) বলেন:** ''তাফসীর ও তাবীল একই অর্থবোধক।''
- **ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহ.) বলেন:** ''তাফসীর শব্দ ও অর্থের সাথে সম্পৃক্ত, আর তাবীল কেবল অর্থের সাথে সম্পৃক্ত।''

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, তাফসীর ও তাবীল উভয়ই কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবনের দুটি মাধ্যম। তাফসীর হলো মূল টেক্সট বা রিওয়ায়াত নির্ভর ব্যাখ্যা, আর তাবীল হলো ইজতিহাদ বা প্রজ্ঞা নির্ভর ব্যাখ্যা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে, সহিহ তাফসীর ব্যতিরেকে মনগড়া তাবীল করা জায়েয নেই।

প্রশ্ন-৪: আত-তাফসীরুল মুয়াসির-এর অর্থ কী? অতঃপর এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি উল্লেখসহ এর বৈশিষ্ট্যাবলি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর। (ما معنى التفسير المعاصر؟ ثم بين خصائصه مع ذكر اشهر مؤلفاته موضحا)

ভূমিকা (مقدمة): সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তা-চেতনা এবং সমস্যার ধরণ পরিবর্তিত হয়। কুরআন মাজিদ সর্বকালের মানুষের জন্য হেদায়েত। তাই আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণ এবং নাস্তিক্যবাদ ও প্রাচ্যবিদদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য একদল বিজ্ঞ আলেম যুগোপযোগী যে তাফসীর রচনা করেছেন, তাকেই 'আত-তাফসীরুল মুয়াসির' বা সমকালীন তাফসীর বলা হয়।

আত-তাফসীরুল মুয়াসির-এর অর্থ (معنى التفسير المعاصر):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুয়াসির' (المعاصر) শব্দটি 'আসর' (عصر) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—সমসাময়িক, যুগপৎ বা আধুনিক। সুতরাং 'আত-তাফসীরুল মুয়াসির' অর্থ হলো সমকালীন বা আধুনিক তাফসীর।

- **পারিভাষিক অর্থ:** হিজরি চতুর্দশ শতাব্দী বা ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক যুগের সমস্যাবলি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কুরআনের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাকে 'আত-তাফসীরুল মুয়াসির' বলা হয়।

আত-তাফসীরুল মুয়াসির-এর বৈশিষ্ট্যাবলি (خصائص التفسير المعاصر): প্রাচীন তাফসীরের মূলনীতি ঠিক রেখেও আধুনিক তাফসীরগুলো কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যথা:

১. সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা (سهولة اللغة): প্রাচীন তাফসীরগুলোর ভাষা ছিল বেশ কঠিন ও পরিভাষানির্ভর। কিন্তু সমকালীন তাফসীরগুলোতে আধুনিক ও ঝরঝরে আরবি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরাও সহজে বুঝতে পারে। যেমন—ড. ওহাবা জুহাইলীর *তাফসীরে মুনীর*।

২. বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (الوحدة الموضوعية): আধুনিক তাফসীরে সূরার বিষয়বস্তুর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিচ্ছিন্নভাবে আয়াতের ব্যাখ্যা না করে

পুরো সূরার মূল প্রতিপাদ্য এবং আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্ক (মুনাছাবাত) সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।

৩. বিজ্ঞানময় তাফসীর (التفسير العلمي): আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলোর সাথে কুরআনের আয়াতের সামঞ্জস্য বিধান করা এই তাফসীরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন—মহাকাশ বিজ্ঞান, ভ্রূণতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কুরআনের ইঙ্গিতগুলো স্পষ্ট করা হয়।

৪. ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ (بناء المجتمع الاسلامي): সমকালীন তাফসীরগুলো কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র কীভাবে কুরআনের আলোকে পরিচালনা করা যায়, তার দিকনির্দেশনা এতে থাকে। সাইয়েদ কুতুবের *ফী যিলালিল কুরআন* এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৫. নাস্তিক্যবাদ ও প্রাচ্যবিদদের জবাব (الرد على الملحدين والمستشرقين): পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ (Orientalists) ও নাস্তিকরা ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে যেসব সংশয় সৃষ্টি করেছে, আধুনিক তাফসীরগুলোতে যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে তার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হয়েছে।

৬. ফিকহী মাসায়েলের সহজ উপস্থাপন (عرض الفقه بأسلوب ميسر): সমকালীন সমস্যা যেমন—ব্যাংকিং, বিমা, ক্লোনিং ইত্যাদির শরয়ী সমাধান কুরআনের আলোকে পেশ করা হয়।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি (أشهر المؤلفات): আত-তাফসীরুল মুয়াসির-এর ওপর রচিত বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ হলো: **১. আত-তাফসীরুল মুনীর (التفسير المنير):** আল্লামা ড. ওহাবা আয-জুহাইলী রচিত। (৩২ খণ্ড)। এটি আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিকহী ও তাত্ত্বিক তাফসীর। **২. আত-তাফসীরুল ওয়াসীত (التفسير الوسيط):** আল্লামা ড. ওহাবা আয-জুহাইলী রচিত। এটি *মুনীর*-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এবং কামিল শ্রেণীর পাঠ্য। **৩. ফী যিলালিল কুরআন (في ظلال القرآن):** সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) রচিত। এটি কুরআনের সাহিত্যিক ও বিপ্লবী ব্যাখ্যা। ৪. **তাফসীর আল-মানার (تفسير المنار):** সাইয়েদ রশীদ রিদা রচিত (শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু-এর চিন্তাধারা অবলম্বনে)। ৫. **সাফওয়াতুত তাফাসীর (صفوة التفاسير):** শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী রচিত। এটি প্রাচীন তাফসীরগুলোর নির্যাস। ৬. **মা'আরিফুল কুরআন (معارف القرآن):**

মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) রচিত। এটি ফিকহী ও আধ্যাত্মিক সমন্বয়ে রচিত জনপ্রিয় তাফসীর।

উপসংহার (خاتمة): আত-তাফসীরুল মুয়াসির মুসলিম উম্মাহর জন্য সময়ের এক অপরিহার্য দাবি পূরণ করেছে। এটি কুরআনকে কেবল তিলাওয়াতের কিতাব হিসেবে নয়, বরং আধুনিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Code of Life) হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্ন-৫: আত-তাফসীরুল মুয়াসির-এর অর্থ কী? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। (ما معنى التفسير المعاصر؟ تحدث عن نشأته وتطوره مفصلا)

ভূমিকা (مقدمة): পবিত্র কুরআনুল কারীম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনা, জীবনযাত্রা এবং সমস্যার ধরনে পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে কুরআনের শাশ্বত বাণীকে মানুষের সামনে তুলে ধরার নামই হলো 'আত-তাফসীরুল মুয়াসির' বা সমকালীন তাফসীর। আধুনিক যুগে ইসলামি রেনেসাঁ বা জাগরণের ক্ষেত্রে এই তাফসীর ধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আত-তাফসীরুল মুয়াসির-এর পরিচয় (التعريف بالتفسير المعاصر):

১. আভিধানিক অর্থ (المعنى اللغوي): 'আত-তাফসীর' (التفسير) অর্থ ব্যাখ্যা করা বা স্পষ্ট করা। আর 'আল-মুয়াসির' (المعاصر) শব্দটি 'আসর' (عصر) মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ কাল, যুগ বা সময়। 'মুয়াসির' অর্থ হলো— সমসাময়িক, যুগপৎ বা আধুনিক। সুতরাং, শাব্দিক অর্থে 'আত-তাফসীরুল মুয়াসির' বলতে **'সমকালীন তাফসীর'** বা **'আধুনিক তাফসীর'** বোঝায়।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (المعنى الاصطلاحي): তাফসীর বিশারদগণের মতে, হিজরি চতুর্দশ শতাব্দী বা খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপট, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক চাহিদাকে সামনে রেখে যেসব তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোকে পরিভাষায় 'আত-তাফসীরুল মুয়াসির' বলা হয়।

উৎপত্তি (النشأة): তাফসীরুল মুয়াসির-এর উৎপত্তি হঠাত করে হয়নি। এর পেছনে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

- **প্রেক্ষাপট:** ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলিম বিশ্ব যখন পশ্চিমা উপনিবেশবাদ এবং প্রাচ্যবিদদের (Orientalists) বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের শিকার হয়, তখন সনাতন ধারার তাফসীরগুলো আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের মনের সংশয় দূর করতে অনেকটা হিমশিম খাচ্ছিল। নাস্তিক্যবাদ ও জড়বাদী দর্শনের মোকাবিলায় কুরআনের যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

- **সূচনা:** এই প্রয়োজনিয়তা থেকেই মিসরের প্রখ্যাত সংস্কারক **শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু** (মৃ. ১৯০৫ খ্রি.) এবং তাঁর শিষ্য **সাইয়েদ রশীদ রিদা** (মৃ. ১৯৩৫ খ্রি.)-এর হাত ধরে আধুনিক বা সমকালীন তাফসীরের যাত্রা শুরু হয়। তাঁরা প্রাচীন জটিলতা পরিহার করে কুরআনের সামাজিক ও সংস্কারমূলক দিকগুলো তুলে ধরেন।

ক্রমবিকাশ (التطور): উৎপত্তি লাভের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত 'আত-তাফসীরুল মুয়াসির' কয়েকটি ধাপে বা ধারায় বিকশিত হয়েছে। নিম্নে এর ক্রমবিকাশের প্রধান ধাপগুলো আলোচনা করা হলো:

১. সংস্কারমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা (المرحلة الاصلاحية والعقلية): এই ধারার প্রবক্তা ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু এবং রশীদ রিদা। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল কুরআনকে কেবল বরকতের বস্তু না বানিয়ে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করা।

- **বৈশিষ্ট্য:** অন্ধ তাকলিদ বা অনুকরণ বর্জন করা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সংঘর্ষ নেই—তা প্রমাণ করা।

- **উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:** *তাফসীর আল-মানার* (تفسير المنار)। এটি এই ধারার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ।

২. বৈজ্ঞানিক তাফসীর ধারা (المرحلة العلمية): বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হলে একদল মুফাসসির কুরআনের আয়াতগুলোকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান।

- **বৈশিষ্ট্য:** মহাকাশ বিজ্ঞান, ভ্রূণতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কুরআনের অলৌকিকতা (ইজাযুল কুরআন) প্রমাণ করা।
- **উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:** আল্লামা তানতাভী জাওহারী রচিত *আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল কুরআন* (الجواهر في تفسير القرآن)। এতে তিনি কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার অসংখ্য ছবি ও তথ্য সংযোজন করেছেন।

৩. সাহিত্য ও সামাজিক বিপ্লব ধারা (المرحلة الادبية والاجتماعية): বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হলে কুরআনের বিপ্লবী ও সাহিত্যিক ব্যাখ্যার প্রচলন ঘটে।

- **বৈশিষ্ট্য:** কুরআনকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Code of Life) হিসেবে উপস্থাপন করা এবং প্রচলিত জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের প্রেরণা জোগানো।
- **উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:**
    - সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) রচিত *ফী যিলালিল কুরআন* (في ظلال القرآن)।
    - মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) রচিত *তাফহীমুল কুরআন* (تفحيم القران)।

৪. আধুনিক ফিকহী ও সমন্বিত ধারা (المرحلة الفقهية والجامعة): পূর্ববর্তী ধারাগুলোর কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে এবং সনাতন ও আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে বর্তমানে একদল বিজ্ঞ আলেম তাফসীর রচনা করছেন। এটিই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারা।

- **বৈশিষ্ট্য:** এতে প্রাচীন তাফসীরের গভীরতা এবং আধুনিক যুগের সহজ উপস্থাপনা—উভয়টিই বিদ্যমান। আধুনিক সমস্যা (যেমন—ব্যাংকিং, বিমা, ক্লোনিং)-এর শরয়ী সমাধান এতে পাওয়া যায়।

- **উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:**

    - ড. ওহাবা আয-জুহাইলী রচিত *আত-তাফসীরুল মুনীর* এবং পাঠ্যভুক্ত কিতাব *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*।

    - শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী রচিত *সাফওয়াতুত তাফাসীর*।

    - মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) রচিত *মা'আরিফুল কুরআন*।

উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'আত-তাফসীরুল মুয়াসির' বা সমকালীন তাফসীর মুসলিম উম্মাহর জাগরণে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। মুহাম্মদ আবদুহুর সংস্কারমূলক চিন্তাধারা থেকে শুরু হয়ে রশীদ রিদা, তানতাভী জাওহারী এবং সাইয়েদ কুতুবের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে ড. ওহাবা জুহাইলীর লেখনীতে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর ও সংশয়পূর্ণ পৃথিবীতে ঈমান রক্ষা ও ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে এই তাফসীর ধারার গুরুত্ব অপরিসীম।